কমপিউটারের ইতিকথা

পর্ব-১৩

মেহেদী হাসান

ইন্টারনেট প্রথম উদ্ভাবন করা হয় যোগাযোগ রক্ষার তাগিদ থেকে। কিন্তু পরে এই ইন্টারনেট মানুষ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে আসছে। ইন্টারনেটে মানুষ খুঁজে পেয়েছে অসীম জ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার। আবার মানুষই এই ভাণ্ডার তৈরি করেছে। এর একটি সঠিক উদাহরণ দিতে গেলে আমাদের মনে উইকিপিডিয়ার নামটিই বোধহয় প্রথমে আসবে। এমন বিপুল তথ্যভাণ্ডার নিয়ে আর কোনো ওয়েবসাইটের অস্তিত্ব ইন্টারনেটে নেই। এদিকে ভিডিও শেয়ার করার অভাব পূরণে ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইউটিউব। ২০০৩ সালে স্কাইপের শুরুটা ভিন্ন কাজে হলেও পরে নিজেকে সফলভাবে যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দ্রুততর যোগাযোগ রক্ষার আরেকটি মাধ্যম ক্ষুদে বার্তা বা এসএমএসের সম্প্রতি ২০ বছর পূর্ণ হলো। এদিকে কমপিউটারের ইতিকথাও এক বছর পূর্ণ করে দ্বিতীয় বছরে পা দিল। এ পর্বে আমরা কমপিউটার প্রযুক্তির ইতিহাসের সাম্প্রতিক কিছু উদ্ভাবনী ও অর্জন সম্পর্কে জানব।

উইকিপিডিয়ার প্রতিষ্ঠা

আজ এমন কোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারী খুঁজে পাওয়া দায় যিনি উইকিপিডিয়া ব্যবহার করেননি। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু থেকে শুরু করে বৃহত্তর, অখ্যাত আর বিখ্যাত প্রায় সবকিছু নিয়েই কোনো না কোনো নিবন্ধ পাওয়া যাবে উইকিপিডিয়ায়। উইকিপিডিয়ার যাত্রা ২০০১ সালে শুরু হলেও রয়েছে পেছনের ঘটনা। যতদূর জানা যায় তাতে অনলাইনভিত্তিক বিশ্বকোষ তৈরির প্রথম উদ্যোগ নেন মার্কিন নাগরিক রিক গেটস। ১৯৯৩ সালে তিনি ইন্টারপিডিয়া নামে বিশ্বকোষ চালু করলেও তা কোনো নিবন্ধ প্রকাশ না করেই বন্ধ হয়ে যায়। তবে তার ধারণার সাথে বর্তমানে বিনামূল্যে ব্যবহারযোগ্য উইকিপিডিয়ার কোনো মিল নেই। এ ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ দেখা যায় ১৯৯৯ সালের দিকে। আরেক মার্কিন নাগরিক রিচার্ড স্টলম্যান প্রথম ওপেন সোর্স ওয়েবভিত্তিক বিশ্বকোষ তৈরির ধারণা প্রকাশ করেন। ঠিক উত্তরসূরি বলা না চললেও উইকিপিডিয়ার উদ্যোক্তাদের প্রথম উদ্যোগ ছিল নিউপিডিয়া নামে ওয়েবভিত্তিক একটি বিশ্বকোষ তৈরির, যেখানে নিবন্ধগুলো বিনামূল্যে ব্যবহার করা গেলেও সর্বসাধারণের সম্পাদনা করার সুযোগ ছিল না। শুধু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী একদল স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে নিউপিডিয়া তৈরি করতে চেয়েছিলেন এর উদ্যোক্তারা। জিমি ওয়েলস ও ল্যারি স্যাঙ্গারের উদ্যোগে এবং ইন্টারনেটভিত্তিক বিজ্ঞাপনী সংস্থা বমিসের বিনিয়োগে ২০০০ সালের মার্চে নিউপিডিয়া প্রকল্প চালু করা হয়। যে উদ্যমে নিউপিডিয়া চালু হয়েছিল তা ঝিমিয়ে পড়তে সময় লাগেনি, যখন দেখা গেল প্রকৃত উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবকের বড়ই অভাব। ওয়েলস ও স্যাঙ্গার এ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারা বিভিন্ন বিকল্প উপায় ভেবে দেখেন। পরে নিউপিডিয়ার সহযোগী প্রকল্প হিসেবে চালু করা হয় উইকিপিডিয়া। উদ্দেশ্য ছিল নিউপিডিয়ায় পূর্ণাঙ্গ নিবন্ধ প্রকাশের আগে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবকের লেখাগুলোকে এক করে প্রমিত মান অনুযায়ী ঠিক করে নেয়া ও সম্পাদনা করা। উদ্দেশ্যমাফিক কাজ করার জন্য ২০০১ সালের ১২ ও ১৩ জানুয়ারি উইকিপিডিয়া ডটকম ও উইকিপিডিয়া ডটওআরজি ডোমেইন দুটি নিবন্ধন করা হয়। উইকি ও এনসাইক্লোপিডিয়া শব্দ দুটি মিশিয়ে স্যাঙ্গার উইকিপিডিয়া নামটি নির্বাচন করেন। একই দিনে উইকিপিডিয়া ডটওআরজি ওয়েবসাইটটি উন্মুক্ত করে দেয়া হলেও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ধরা হয় জানুয়ারির ১৫ তারিখে। প্রতিবছর এই দিনকে উইকিপিডিয়া দিবস হিসেবে পালিত হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাষার উইকিপিডিয়াগুলো চালু করা হয় মার্চ থেকে মে'র মধ্যে। শুরু থেকেই উইকিপিডিয়ার মূলমন্ত্র ছিল নিরপেক্ষতা। অর্থাৎ কোনো বিষয়ের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে না গিয়ে সবকিছুর উর্ধ্বে থেকে যেকোনো নিবন্ধ রচনা করতে হবে। গত ১২ বছরে উইকিপিডিয়ায় বেশকিছু পরিবর্তন এলেও মূলমন্ত্র সেই একই থেকে গেছে। উইকিপিডিয়া প্রথম সংবাদমাধ্যমে আসে একই বছরের আগস্টে। কিন্তু নাইন ইলেভেন নামে খ্যাত যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব বাণিজ্যিক কেন্দ্রে বিমান হামলা হওয়ায় সংবাদপত্রের হোমপেজ থেকে উইকিপিডিয়া সংক্রান্ত লেখা এবং লিঙ্কগুলো পিছিয়ে পড়ে। ২০০২ সালটা উইকিপিডিয়ার জন্য দুঃখেরই বলতে হয়। এই বছরে বমিস উইকিপিডিয়া প্রকল্পে বিনিয়োগ বন্ধ করে দেয়। যে ল্যারি স্যাঙ্গারের পরিকল্পনায় উইকিভিত্তিক বিশ্বকোষ হিসেবে উইকিপিডিয়া শুরু হয়েছিল, তিনি উইকিপিডিয়া ছেড়ে চলে যান ২০০২ সালে। এদিকে স্প্যানিশ উইকিপিডিয়ার স্বেচ্ছাসেবক দল উইকিপিডিয়া ছেড়ে স্প্যানিশ ভাষায় স্বতন্ত্র বিশ্বকোষ তৈরি করা শুরু করে। তবে বেশকিছু অর্জনও রয়েছে। উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন 'মিডিয়াউইকি' নামে সফটওয়্যার চালু করে ২০০২ সালে, যার ওপর ভিত্তি করে উইকিপিডিয়া তো বটেই, বিশ্বের বহু ওয়েবসাইট উইকিভিত্তিক সেবা দিয়ে আসছে। একই বছর জিমি ওয়েলস ঘোষণা দেন, উইকিপিডিয়ায় কোনোদিন বিজ্ঞাপন প্রচার করা হবে না। আজ পর্যন্ত উইকিপিডিয়া তা মেনে চলেছে। উইকিপিডিয়া খরচ চালাবার জন্য অর্থের মূল উৎস বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য। উত্তরোত্তর সাফল্যের কথা বিবেচনায় রেখে ২০০২ সালে উইকিপিডিয়ার প্রকল্পের জন্য স্বতন্ত্র পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশ করা হয়। ২০০৩ সাল নাগাদ ইংরেজি উইকিপিডিয়া ১ লাখ নিবন্ধ ছাড়িয়ে যায়। অপরদিকে দ্বিতীয় বৃহত্তম উইকিপিডিয়া হিসেবে জার্মান ভাষার উইকিপিডিয়ায় নিবন্ধের সংখ্যা ১০ হাজারের মাইলফলক স্পর্শ করে। এরপর দিনের পর দিন শুধু সমৃদ্ধির পালা। ২০০৭ সালের ১৩ আগস্ট নাগাদ পুরো উইকিপিডিয়া অর্থাৎ সব ভাষার উইকিপিডিয়ার সমন্বিত নিবন্ধিত সম্পাদকের সংখ্যা ৫০ লাখ ছাড়িয়ে যায়। একই বছর সর্বমোট নিবন্ধের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৭৫ লাখের বেশি। পড়াশোনা থেকে শুরু করে এমনকি কোর্টে মামলার সময়ও উইকিপিডিয়া থেকে উদ্ধৃতি করার ঘটনা ঘটেছে। চলতি বছরের এপ্রিলের হিসাব অনুযায়ী উইকিপিডিয়ায় ২ কোটি ৬০ লাখের বেশি নিবন্ধ ছিল। অ্যালেক্সা ইন্টারনেট র‍্যাঙ্কিংয়ের হিসাব অনুযায়ী উইকিপিডিয়া পৃথিবীর ষষ্ঠ জনপ্রিয় ওয়েবসাইট।

এসএমএস শুরুর দিনগুলো

গত বছর ডিসেম্বরের ৩ তারিখে ছিল এসএমএস বা শর্ট মেসেজিং সিস্টেমের ২০ বছর পূর্তি। অর্থাৎ ২০ বছর আগে এসএমএসের গোড়াপত্তন হয়। সেই শুরুর দিনগুলোর কথা জানা যাক। এসএমএসের ধারণা প্রথম ১৯৮৪ সালে ফ্রাঙ্কো-জার্মান জিএসএম করপোরেশনে শুরু হয়। ফ্রাইডহেম হিলিব্র্যান্ড এবং বার্নার্ড ঘিলিবেয়ার্ট এর প্রবক্তা। ১৯৮৪ সালে প্রথম এসএমএস পাঠান সেমা গ্রুপ টেলিকমের পূর্বতন কর্মী নেইল প্যাপওয়ার্থ। মজার ব্যাপার সে সময় মোবাইলে বর্ণমালার জন্য কোনো কীবোর্ড ছিল না। প্যাপওয়ার্থ কমপিউটারে টাইপ করে সফলভাবে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন ভোডাফোনের রিচার্ড জার্ভিসকে। প্রথমদিকে জিএসএম মোবাইলগুলোতে এসএমএস সুবিধা ছিল না। প্রথম কোম্পানি হিসেবে নোকিয়া ১৯৯৩ সালে তাদের সব জিএসএম হ্যান্ডসেটে এসএমএস সুবিধা যোগ করে। এমনকি ১৯৯৭ সালে নোকিয়ায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ কীবোর্ডসমেত স্মার্টফোন নোকিয়া ৯০০০আই কমিউনিকেটর বাজারে ছাড়ে। এরপর এসএমএসের ব্যবহার শুধু বেড়েই চলেছে। ২০১১ সালে ৭.৪ ট্রিলিয়ন এসএমএস পাঠানো হয়, যা ২০১০ অপেক্ষা ৪৪ শতাংশ বেশি। তবে বর্তমান সময় ই-মেইল ও অন্যান্য অনলাইন সেবা ব্যাপকভাবে ব্যবহার হওয়ায় এসএমএস পাঠানোর পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে।

কাযা থেকে স্কাইপে

২০০০ সালের দিকে যারা ইন্টারনেটের সাথে ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিলেন তারা হয়তো কাযা নামের পিয়ার টু পিয়ার ফাইল লেনদেনের সফটওয়্যার সম্পর্কে জেনে থাকবেন। ২০০০-এর আগে ন্যাপস্টার নামের আরেকটি ফাইল লেনদেনের সফটওয়্যার খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কিন্তু বেআইনিভাবে গান লেনদেনের করায় ন্যাপস্টার বন্ধ করে দেয়া হয়। কাযা অনেকটা ন্যাপস্টারের মতোই। তবে এটি দিয়ে ভিডিও ফাইল, সফটওয়্যার বা যেকোনো ডকুমেন্ট শেয়ার করা যেত। পিয়ার টু পিয়ার ফাইল লেনদেনের মূলমন্ত্র হলো এখানে কোনো নির্ধারিত সার্ভার থাকবে না, যেখান থেকে ফাইল ডাউনলোড করা হবে। নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যবহারকারী একে ওপরের সাথে সংযুক্ত থাকেন। ব্যবহারকারীর সংখ্যা যত বাড়বে, নেটওয়ার্ক তত শক্তিশালী হবে। কোনো ব্যবহারকারী যখন নির্দিষ্ট ফাইলটি ডাউনলোড করতে শুরু করেন তখন নেটওয়ার্কে সংযুক্ত যেসব কমপিউটারে সেই ফাইলটি আছে সেগুলো থেকে ফাইলটি ট্রান্সমিট হতে থাকে। ফলে কোনো গান বা চলচ্চিত্রের অবৈধ বিতরণের জন্য কোনো একক ব্যবহারকারীকে আলাদাভাবে দায়ী করা যায় না। আর এ কারণেই আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়ে কাযা এবং পরে ন্যাপস্টার। এস্তোনিয়ার কিছু প্রোগ্রামারের সম্মিলিত কাজের ফল ছিল এই কাযা। কাযা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরই সেই একই প্রোগ্রামারদের হাতে তৈরি হয় স্কাইপে। পরে সুইডেনের অধিবাসী নিকোলাস জেনস্টর্ম ও ডেনমার্কের জানুস ফ্রিস ২০০৩ সালে স্কাইপে কিনে নিয়ে আরও কিছু উন্নতি সাধন করেন। স্কাইপে সে সময় সর্বাধিক ডাউনলোড করা সফটওয়্যারে পরিণত হয়। স্কাইপের প্রথম নাম ঠিক করা হয় 'স্কাইপে পিয়ার টু পিয়ার'। সেটা সংক্ষিপ্ত করে করা হয় স্কাইপার (skyper)। কিন্তু স্কাইপার নামে আগেই ডোমেইন নিবন্ধিত হয়ে যাওয়ায় তারা নাম আরও সংক্ষিপ্ত করে স্কাইপে রাখেন। ২০০৩ সালের এপ্রিলে স্কাইপে ডটকম ও স্কাইপে ডটনেট ডোমেইন দুটি নিবন্ধন করা হয় এবং একই বছর আগস্টে প্রথম বেটা সংস্করণ বাজারে ছাড়া হয়। ২০০৫ সালের অক্টোবরে ২৬০ কোটি মার্কিন ডলারে স্কাইপে কিনে নেয় ই-বে। একই বছরের ডিসেম্বরে স্কাইপের ভিডিও কলিং সিস্টেম চালু করা হয়। ২০০৬ সালের এপ্রিল নাগাদ সর্বমোট নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০ কোটি ছাড়িয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন সময় নানা সুবিধা দেয়া হয়, কলের ওপর নির্দিষ্ট ফি বসানো হয়, উন্নততর সংস্করণ বাজারে ছাড়া হয়। এদিকে স্কাইপের দু'জন প্রথম উদ্যোক্তা নিকোলাস ও জানুস স্কাইপে ছেড়ে গেলে নতুন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদে যোশ সিলভারম্যান নিয়োগ পাওয়ার আগে পর্যন্ত কোম্পানিকে এগিয়ে নিয়ে যান মাইকেল ভ্যান সোয়াইজ। ২০১০ সালে ই-বে প্রথমবারের মতো শেয়ারবাজারে স্কাইপের আইপিও ছাড়ে। ২০১১ সালের মে মাসে মাইক্রোসফট ৮৫০ কোটি মার্কিন ডলারে স্কাইপে অধিগ্রহণ করে। এটা ছিল মাইক্রোসফটের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অধিগ্রহণ। এরপর থেকে স্কাইপে মাইক্রোসফট একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে সচল থাকে এবং স্কাইপের আগের প্রেসিডেন্ট নিজ পদে বহাল থাকেন।

ইউটিউব প্রতিষ্ঠা

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত এবং বহুল ব্যবহৃত ভিডিও শেয়ারিং ওয়েবসাইটের নাম ইউটিউব। মোটামুটি সব ইন্টারনেট ইউজারেরাই ইউটিউব সম্পর্কে জানেন। ইউটিউব প্রতিষ্ঠিত হয় মাত্র ৮ বছর আগে ২০০৫ সালে। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্যাপলের পূর্বতন তিন তরুণ কর্মী চ্যাড হার্লি, স্টিভ চেন ও বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত জাভেদ করিম। ২০০৫ সালের শুরুর দিকে যখন ফটো শেয়ারিং ওয়েবসাইটের রমরমা অবস্থা, ইউটিউবের প্রতিষ্ঠাতারা ভেবে দেখলেন যে কোনো ভালো ভিডিও শেয়ারিং ওয়েবসাইট নেই, যেখানে মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় এবং শখের বসে তৈরি করা ভিডিও ফাইল শেয়ার করতে পারেন। মূলত সেই ভাবনাই ছিল ইউটিউবের গোড়াপত্তন।

২০০৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি চ্যাড হার্লি ইউটিউবের ডোমেইন নেম, লোগো এবং ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করেন। এর প্রায় তিন মাস পর মে মাসে পরীক্ষামূলকভাবে ইউটিউবের বেটা সংস্করণ ইন্টারনেটে ছাড়া হয়। একই বছর নভেম্বরে সেকোইয়া ক্যাপিটাল নামে বিনিয়োগকারী কোম্পানি ইউটিউবকে ১ কোটি ১৫ লাখ মার্কিন ডলার অর্থ দেয়, যা সে সময় খুব প্রয়োজন ছিল। এক মাস পরে ডিসেম্বরে ইউটিউব স্বতন্ত্র কোম্পানি হিসেবে তালিকাভুক্ত হয় এবং প্রথম অফিস স্থাপন করা হয় ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ম্যাটিওর এক জাপানি রেস্তরাঁর দোতলায়। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে কর্মীর সংখ্যা বেড়েছে, কাজ করার ডেস্কের সংখ্যা বেড়েছে, একের পর এক তারের কুণ্ডলি জমা হয়েছে, কিন্তু তারা সেই অফিস ছেড়ে যেতে পারেননি। ২০০৬ সালের অক্টোবরে ইউটিউবের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে গুগল এবং একই দিন ঘোষণা করা হয় ইউটিউব অধিগ্রহণ করেছে গুগল। এরপর ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ব্রুনোতে নতুন অফিসে স্থানান্তর করা হয় ইউটিউব। ২০১০ সালে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ৬০টি ম্যাচ বিনামূল্যে দেখানো হয় ইউটিউবে। আজ ইউটিউব পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভিডিও শেয়ারিং ওয়েবসাইটে রূপ নিয়েছে।

ফিডব্যাক : contact@mhasan.me